দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 25 APR 1992
পৃষ্ঠা ৬ কলাম

50

শিক্ষাঙ্গন

সন্ত্রাস, অতঃপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়!

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সন্ত্রাস কথাটি এখন সবারই কমবেশী জানা। আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তো সন্ত্রাস শব্দটি একাত্ম হয়ে গেছে। যেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাড়া সন্ত্রাস অচল; আবার সন্ত্রাস ছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় অচল। এককালের প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত প্রতিষ্ঠানটি আজ সন্ত্রাস নামক দানবের কাছে বেশ খানিকটা সুনাম খোয়াতে বসেছে। পূর্বে এই বিদ্যাপীঠের নাম শুনলে সকলের চোখ-মুখ শ্রদ্ধায় ভরে উঠতো। আজ সেই শ্রদ্ধা কিছুটা হলেও ঘৃণায় পরিণত হয়েছে। এর একমাত্র কারণ সন্ত্রাস। তবুও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় নিয়ে কথা থেকে যায়। সেই কথা শুধুমাত্র এই প্রতিষ্ঠানের সাথে যারা প্রত্যক্ষ জড়িত তারাই বুঝতে পারেন, বলতে পারেন। তা বাইরের লোকের বুঝারও কথা নয়, জানারও কথা নয়। কেননা যখন পত্রিকায় গোলাগুলী ও ছাত্র নিহতের কথা ছাপা হয় তখন ঐ সংবাদগুলোই মুখ্য হয়ে উঠে সকলের কাছে। অথচ গুটিকতক সন্ত্রাসী এই কাণ্ড ঘটিয়েছে অথবা পরক্ষণেই যে সেখানে ক্লাস হয়েছিল, পরীক্ষা হয়েছিল সে খবর জানার অবকাশ তখন আর কারোর থাকে না। সত্যি শ্রদ্ধায় আর গর্বে মন ভরে উঠে যখন দেখি সন্ত্রাসকে উপেক্ষা করে স্যাররা ক্লাস নেন, পরীক্ষা নেন। আটাশ হাজার ছাত্র এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে। তারমধ্যে হাতে-গোনা কয়েকজন ছাত্র এবং কিছু বহিরাগত সন্ত্রাসীর সহযোগিতায় এই সন্ত্রাস করে চলেছে। এদের সাথে জড়িত রাজনৈতিক স্বার্থ। ছাত্র রাজনীতি তার নিজস্ব সংজ্ঞা হারিয়েছে। অনেকের ধারণা বা মত, ছাত্র রাজনীতি বন্ধই সন্ত্রাস দমনের পূর্বশর্ত। কিন্তু এটা কেউ ভেবেছেন কি? ছাত্র রাজনীতিকে অস্বীকার করলে আমাদের দেশকে অস্বীকার করা হয়। বিশ্বের মহৎ পরিবর্তনের পিছনে আছে এই ছাত্ররা। তাই ছাত্র রাজনীতি ছিল, আছে এবং থাকা উচিত। তবে নিজস্ব গতি থাকতে হবে। সেই গতি যেন অসৎ রাজনীতিবিদদের দ্বারা প্রভাবিত না হয়। এর জন্য প্রয়োজন সরকারের নিরপেক্ষ দৃষ্টি এবং বিরোধী দলগুলোর একান্ত স্বার্থহীন সহযোগিতা। সর্বোপরি দরকার বৃহৎ সাধারণ ছাত্র-ছাত্রী ও শ্রদ্ধেয় শিক্ষকদের সন্ত্রাস প্রতিরোধ প্রচেষ্টা। তাহলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সন্ত্রাস নামক দানবের কাছে যেটুকু সুনাম অস্পষ্ট করেছিল— তা আবার স্পষ্ট হবে। প্রাচ্যের অক্সফোর্ড-এর সুনাম আবার ফিরিয়ে আনবই— এ-ই হোক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সকল ছাত্র-ছাত্রীর একমাত্র প্রত্যয়।

—শেখ শাহীনূর রশীদ (অনুপম)

সমস্যায় জর্জতি শরীয়তপুর সরকারী কলেজ

শরীয়তপুর জেলার একমাত্র উচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান শরীয়তপুর সরকারী এ কলেজটি বর্তমানে শিক্ষক সংকটসহ নানাবিধ সমস্যায় জর্জরিত ফলে শিক্ষাদান মারাত্মকভাবে ব্যাহত হচ্ছে, ১৯৭৮ সালে বেসরকারীভাবে কলেজটি প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৮০ সালে কলেজটি সরকারীকরণ করা হয়। সরকারীকরণের পরও নানাবিধ সমস্যা রয়েছে কলেজটিতে। কলেজে মোট ৪৫ জন শিক্ষকের মধ্যে ২৭টি পদই দীর্ঘদিন যাবত শুন্য। বর্তমানে কলেজে ছাত্র-ছাত্রীর সংখ্যা সন্তোষজনক। কিন্তু শিক্ষক সংকট, বিষয়ের সংকট, হাতেগোনা কয়েকটি বিষয় রয়েছে।

তারপর রয়েছে শিক্ষকদের আবাসিক সমস্যা। কলেজ প্রতিষ্ঠিত হবার পর থেকে আজ পর্যন্ত শিক্ষকদের জন্য কোন আবাসিক ভবন নির্মিত হয়নি। তাছাড়া সংস্কারের অভাবে বর্ষা এলেই প্রতিটি কক্ষেই পানি পড়ে। যার ফলে এখানে অনেক ভাল ভাল শিক্ষকের নিয়োগ হলেও তারা অন্যত্র বদলী হয়ে যাবার জন্য উঠে পড়ে লাগে।

বর্তমানে যে সমস্যাটি প্রকট আকার ধারণ করছে তাহলো ছাত্রদের আবাসিক সমস্যা। কলেজের কোন ছাত্রাবাস না থাকায় বিভিন্ন উপজেলার ছাত্র-ছাত্রীদের দূর দূরান্ত থেকে এসে ক্লাস করতে হচ্ছে। যার ফলে তাদের দুঃখ চরমে পৌঁছেছে। কলেজে একটি নামমাত্র লাইব্রেরী আছে। এতে তেমন কোন বই নেই। যাও যৎসামান্য আছে তাও প্রয়োজনের তুলনায় অপ্রতুল। যার ফলে ছাত্র-ছাত্রীদের জ্ঞানের পরিধি বৃদ্ধি করতে দারুণ বেগ পেতে হচ্ছে। খেলার সরঞ্জামের অভাবে ছাত্র-ছাত্রীরা খেলাধুলার সব সুযোগ থেকে বঞ্চিত হচ্ছে।

তাই এ সকল সমস্যা সমাধানের জন্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়সহ সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আশু পদক্ষেপ গ্রহণ করা প্রয়োজন।

—নাসির উদ্দিন।